ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454-1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 599-612
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.250

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সূত্রপাত: ভাসানীর "সাপ্তাহিক হক কথা"-র আলোকে

তাপস দাস, *সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কান্দি রাজ কলেজ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
বিমল সরকার, *গবেষক, স্কুল অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 10.01.2026; Accepted: 13.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Generally, in discussions and writings related to periodicals, there is a strong emphasis on examining the importance of newspapers and journals in relation to the contemporary social or political-socioeconomic context. In most cases, however, such discussions and research tend to focus primarily on literary magazines. Taking previous discussions and studies into account, this paper is centered on a political newspaper of Bangladesh, Maulana Bhashani's *Saptahik Hak Katha*. With a view to analyzing the early phase of India-Bangladesh relations, the first thirty issues of this newspaper have been selected as the primary sources of the study, keeping in mind its historical significance.
However, the objective of this paper is not to verify the factual accuracy or authenticity of the articles published in *Hak Katha*. Since the very early days of Bangladesh's independence, this newspaper had been successful in creating an anti-India sentiment. The purpose of this study is to present to the readers the contexts and circumstances under which such oppositional attitudes were formed. The authors of this paper believe that in order to understand contemporary India-Bangladesh relations, it is essential to comprehend the trends and arguments reflected in the writings published in *Hak Katha*. This is because, at the very inception of India-Bangladesh relations, the newspaper raised certain issues and allegations that are largely absent from current research. Nevertheless, these unconventional allegations, the paper argues, played a significant role in generating resentment toward India among a section of the Bangladeshi population—a sentiment that continues to persist in the present day.

Keywords: Saptahik Hak Katha, India-Bangladesh Relations, Political Journalism in Bangladesh, Anti-India Discourse, Post-Independence Political Narratives

মওলানা ভাসানী এবং 'হক কথা' নিয়ে দুই-চার কথা:

হক কথা' নিয়ে আলাপের আগে এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মৌলানা ভাসানী (মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী) নিয়ে সামান্য আলোচনার প্রয়োজন আছে। তার রাজনৈতিক চিন্তার জটিলতার কারণে কেউ তাকে আখ্যায়িত করেছে 'লাল মওলানা' হিসেবে, কারো চোখে তিনি মজলুমের নেতা, আবার কারো কাছে তিনি বাংলাদেশে ভারত বিরোধী রাজনীতি আবহাওয়া সৃষ্টির কারিগর। বস্তুত, মৌলানা ভাসানী ছিলেন অবিভক্ত ভারত, পরবর্তী

পাকিস্তান এবং স্বাধীন বাংলাদেশের এক বিরোধী স্রোতের নাম। বাঙালির রাজনৈতিক চিন্তায় তার সব থেকে বড় কৃতিত্ব সম্ভবত, শ্রেণী এবং ধর্মীয় রাজনীতির একীকরণ।

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ১৮৮০ সালে সিরাজগঞ্জ ধানগড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর পিতার নাম শরাফত আলী। তার পিতা অনেক উদার ও আদর্শ মনের একজন ভদ্রলোক ছিলেন। ১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনে তিনি পাকিস্তানের পশ্চিমা শাসকদের ওয়ালাকুমুসসালাম বলে সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার ঐতিহাসিক ঘণ্টা বাজিয়েছিলেন। তিনি ইসালামিক শিক্ষার জন্য ১৯০৭ সালে দেওবন্দ যান। সেখানে তিনি দুই বছর অধ্যয়ন করে আসামে ফিরে আসেন। ১৯১৭ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ময়মনসিংহ সফরে গেলে তার ভাষণ শুনে ভাসানী অনুপ্রাণিত হন।

১৯১৯ সালে কংগ্রেসে যোগদান করে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে দশ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন মওলানা ভাসানী। এরপর ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য পার্টি গঠন করলে ভাসানী সেই দল সংগঠিত করার ব্যাপারেও ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৬সালে আসামে প্রথম কৃষক প্রজা আন্দোলনের সুত্রপাতও ঘটান মওলানা ভাসানী। তার পরে তিনি ১৯২৯ সালে আসামের ধুবড়ী জেলার ব্রহ্মপুত্র ভাসান চরে প্রথম কৃষক সম্মেলন আয়োজন করেন। তখন থেকে তার নাম রাখা হয় ভাসানীর মাওলানা। তারপর থেকে তার নামের শেষে ভাসানী শব্দ যুক্ত হয়।

'সাপ্তাহিক হক কথা' প্রকাশের মধ্যে দিয়ে একজন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতার পাশাপাশি সাংবাদিক ভাসানীর খোঁজ মেলে। কবি শামসুর রহমানের ভাষায় '......যেন নেতা /নন, অলৌকিক স্টাফ রিপোর্টার।' তবে মওলানা ভাসানীর 'হক কথা' প্রকাশের আগে ১৯২০ সালে জুন মাসে 'অনুশীলন সমিতি'-র প্রভাবশালী নেতা পুলিন বিহারী দাসের প্রতিষ্ঠিত 'ভারত সেবক সংঘ' -এর মুখপত্র হিসেবে 'হক কথা ' নামক একটি স্বল্পস্থায়ী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন নলিনী কিশোর গুহ।

১৯৭৬ সালের ১২ই জানুয়ারী চতুর্থ বর্ষ ৩১তম সংখ্যার সাপ্তাহিক হক কথার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়: মওলানা আবদুল হামিদ ভাসানীর 'হক কথা প্রচার' বুলেটিন প্রথম প্রকাশিত হয় আসাম থেকে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সে প্রচার বন্ধ করে দেয়। এরপর, পাকিস্তান গঠনের পরপরই ঢাকা থেকে 'হক কথা প্রচার' বুলেটিন প্রকাশ করলে পাকিস্তান সরকারও সেটি বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীতে ১৯৬৭-৬৮ সালে বগুড়া জেলার মহীপুর থেকে আবার প্রকাশ শুরু হলে আয়ুব সরকার তা নিষিদ্ধ করে দেয়। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অল্পকিছু দিন পর, টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষ থেকে ১৯৭২ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী সরকারের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন নিয়ে হক কথা প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়। এরপর শুরু থেকে ৩০ টি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর মুজিব সরকার হক কথা নিষিদ্ধ করে। প্রকাশক মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী হন গৃহবন্দী, সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারীকে ১৬ মাসের জেল জীবন কাটাতে হয়।

১৯৭৬ সালে আবারো পত্রিকাটি বের হয় কিন্তু সে বছর মওলানা ভাসানীর প্রয়াণ এর গতি স্তিমিত করে দেয়। তাই ১৯৭৭ সালে মাত্র একটি সংখ্যা বের হয়। অতপর ১৯৭৮ সালে আবারো আত্মপ্রকাশ করে ১৯৭৮-এই চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধীনাত্তোর বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত হক কথার সর্বমোট ৯৯টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।বারবার বাঁধা প্রাপ্ত হওয়া এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটির প্রকাশিত হওয়ার সময়কাল অনেক কম হলেও সারা দেশে অভূতপূর্ব সাড়া ফেলেছিল মওলানা ভাসানীর হক কথা। সন্তোষের ছোট্ট একটা ঘরে ছিল শান্তি প্রেস। এই শান্তি প্রেস থেকে সেকেন্ড হ্যান্ড যন্ত্রপাতির সাহায্যে বের

হওয়া হক কথা সমগ্র বাংলাদেশের ইতিহাস বদলে দিয়েছিল, খুলে দিয়েছিল বন্ধু মুখী শত্রুর মুখোশ। মওলানা ভাসানীর প্রকাশিত সকল পত্রিকার মধ্যে হক কথাই সর্বপ্রেক্ষা জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

হক কথা এবং ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক:

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আন্দাজ করা যায় যে, বাংলাদেশের এক অংশ তরুণ জনগণ ভারত বিরোধী মনোভাপন্ন হয়ে উঠেছে। এর প্রত্যুত্তরে আবার ভারতেরও এক অংশ তরুন বাংলাদেশের জন্মের সঙ্গে ভারতের অবদান স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এইভাবেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে, গ্রামে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের এক নতুন বয়ান সৃষ্টি হতে দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ লিখলাম এই কারণে যে বর্তমান বাংলাদেশের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে কলকাতা বইমেলায় গতবছর বাংলাদেশ বইয়ের গ্যালারি স্থগিত হয়ে গেলেও (সম্ভবত এই বছরেও বাংলাদেশের গ্যালারি থাকছে না), দিল্লিতে কিন্তু প্রথম ঢাকাই শাড়ির প্রদর্শনী হয়েছে এই বছর। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে বাংলাদেশের তরুণদের এই ক্ষোভ কি নতুন কিছু? এই লেখাটি মনে করে সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যানে আমরা বর্তমানে অনুধাবন করতে পারছি ঠিকই, কিন্তু এর সূচনা হয়েছিল ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের জন্মলগ্ন থেকেই। আর এই শুরুটাই বুঝতে হক কথায় প্রকাশিত লেখাগুলিকে তুলে ধরা দরকার। তাহলে এই বর্তমান প্রজন্মের অতীত জ্ঞান সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

লেখাটিতে এই ভূমিকাটি এবং উপসংহারকে বাদ দিয়ে, 'হক কথা'-র প্রকাশিত লেখা গুলিকে মূল চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে 'চোরা চালান' সংক্রান্ত প্রকাশিত লেখা গুলি তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয়ভাবে 'মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ' গুলিকে এক জায়গায় করা হয়েছে। তৃতীয় ভাগে, 'ভারতের সেনা বাহিনী' সম্পর্কিত লেখা গুলিকে সাজানো হয়েছে। চতুর্থ ভাগে 'ভারত সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ' গুলিকে তুলে ধরা হয়েছে।

চোরা চালান:

হক কথায় প্রকাশিত একটি লেখাতে অভিযোগ করা হয়, চোরাকারবারীদের বদৌলতে কাপড়ের বাজারে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের অধিকাংশ বাজার দখল করে নিয়েছে। তাতে লেখা হয়, আগে টাঙ্গাইল, পাবনা প্রভৃতি স্থানের শাড়ী কাপড়-পড়তে পেরে ভারতীয়রা গৌরব বোধ করতেন, অথচ এখন সেই ভারতেরই প্রচুর শাড়ী-কাপড় চোরাপথে এসে বাংলাদেশে ভরে ফেলেছে। এই পত্রিকার পক্ষ থেকে দাবী জানানো হয়, "চোরাপথে ভারত থেকে সুতা, রং ও কাপড় আসা অবিলম্বে বন্ধ করুন। পাকিস্তানী আমলের দামে অবিলম্বে সুতা ও রঙ সরবরাহের ব্যবস্থা করুন; খোলা বাজারে চোরাপথে আসা কাপড় বিক্রি বন্ধ করুন। উপরোক্ত দাবীগুরো পূরণ করলেই কাপড়ের দাম কমতে পারবে। নাহলে চিরদিনের নিয়মানুযায়ী দাম শুধু বাড়তেই থাকবে, কোনদিনও কমবে না।"

অন্য একটি প্রতিবেদনে লেখা হয়, মেঘালয়, আগরতলা, মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিম দিনাজপুর সীমান্ত দিয়ে ট্রাকে করে রিলিফের মাল বাংলাদেশে পৌঁছে দেয়ার নামে চোরাচালান অব্যাহত রয়েছে। বিগত মার্চ (১৯৭২) বিশেষ করে এর শেষার্ধ থেকে প্রতিটি রিলিফবাহী ট্রাক চোরাচালানের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। কলকাতা বন্দরে খালাসকৃত বাংলাদেশের মালপত্র পুনর্বাসনের নিমিত্ত প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য পৌঁছানোর দায়িত্ব ভারত সরকারের যোগাযোগ দফতর পালন করতে থাকলেও প্রেরিত ট্রাকের সাথে অসাধু মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীগণ সম্পর্ক স্থাপন করে অবাধে চোরাচালান চালিয়ে যাচ্ছে। তাই উপরোক্ত সীমান্ত এলাকায় আজকাল দেখা যায় রিলিফের ট্রাক ধান, চাউল, পাট, কলাই, হাঁস, মুরগী, ডিম, খাসী, রং, পিতল, কাঁসা ইত্যাদি বোঝাই হয়ে ফিরে

যাচ্ছে। যেহেতু এই লেনদেনের সাথে স্থানীয় প্রভাবশালী আওয়ামী নেতাদেরও সম্পর্ক বিদ্যমান তাই কোন প্রহরী কিংবা মহল এতে বাধাদান করার সাহস পাচ্ছে না।

একটি প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয় ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তিতে আমাদের মাছ রপ্তানীর অবকাশ রয়েছে সত্য কিন্তু বিগত তিন মাসে কত লক্ষ টাকার মাছ চোরাপথে ভারতে চলে গেছে এর হিসেব কেউ দিতে পারবেন না। মাছের চোরাচালান শুধু ট্রাকেই নয় লঞ্চ এবং নৌকার সাহায্যেও হচ্ছে। মোমেনশাহী জেলার কুলিয়ারচর থেকে সরাসরি লঞ্চযোগে লক্ষ লক্ষ টাকার মাছ ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত পার করা হচ্ছে। ফলে মাছবহুল এলাকায়ই আজ মাছের মূল্য ত্রিগুণ হয়ে পড়েছে।

তাছাড়া 'হক কথা'-র প্রকাশিত খবর থেকে চট্টগ্রামের গুদামজাত প্রায় ১২০ কোটি টাকা মূল্যের কাঁচামাল স্বাধীনতা পরবর্তী মাত্র এক মাসের মধ্যে ভারত ও বার্মায় পাচার হওয়ার কথা জানানো হয়। এবং দাবী করা হয়, কাঁচামালের অভাবে বাংলাদেশের বহু শিল্প-কারখানা বন্ধ রয়েছে অথবা উৎপাদনের হার মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। অন্য একটি প্রতিবেদনে সিনেমার ক্ষেত্রে চোরাই ব্যবসার কথা জানানো হয়, সেখানে লেখা হয় "বোধকরি চট্টগ্রামের সিনেমা হলগুলো এই ক্ষেত্রে সর্বাধিক আগুয়ান। স্বাধীনতার পর থেকে চট্টগ্রামের একটি সিনেমা হলে পুরনো ভারতীয় ছবি প্রদর্শিত হচ্ছিল। গত মাসে শহরের তিনটি হলেই একের পর এক ভারতীয় ছবি দেখানো হয়েছে। সদাশয় সরকারের চোখে কবে যে এ লীলা ধরা পড়বে তা ভবিতব্যই জানে।"

একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশপ্রেমিক কয়েকজন স্বর্ণশিল্পীর অভিযোগ, ট্যাক্সিটির সাহায্যে ধনাঢ্য এক গোষ্ঠী স্বর্ণের চোরাচালান করছে। বাংলাদেশকে ফউত করে দিচ্ছে। হক কথা দাবী করে, ট্যাক্সিটি ভারতীয়, যার নম্বর ১০৫৭। অন্য একটি প্রতিবেদনে লেখা হয়, ভারতীয় এই ব্যবসায়ীচক্র এদেশ থেকে গত ছ'মাসে পুরনো মজুদ ও নতুন আমাদানী করা ৩০ লাখ টন খাদ্য ভারতে পাচার করেছে। এছাড়া নতুন মওসুমে জমিতে যে ধান ফলছে, তাও ভারতীয় ব্যবসায়ীচক্র ভারতে পাচার করেছে।

তাছাড়া এই রকম অনেক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যেখানে বলা হয়,মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের ব্যবসায়ী আর আওয়ামীলীগাররা পাট ভারতে পাচার করেছে। স্বাধীনতার পর এই ব্যবসায়ী চক্রটি সুসংগঠিতভাবে পাট পাচার শুরু করেছে। এরা নতুন পাট মওসুমে কমপক্ষে ২০০ কোটি টাকা দামের পার্ট ভারতে সরাবে বলে পরিকল্পনা হয়েছে। এমনকি গত ছয় মাসে (১৯৭২) কমপক্ষে ৫০ কোটি টাকা দামের মজুদ ও নতুন চামড়া ভারতে পাচার হয়েছে। একইভাবে এ দেশের কাসা, পিতল, রূপা, ইত্যাদি মূল্যবান ধাতুর জিনিসপত্র উধাও হয়ে গেছে সীমান্তের ওপারে।

'হক কথা' বাংলাদেশের যে সব গাড়ী-বাস, মোটর, ট্যাক্সি, হোন্ডা হারিয়ে গেছে, কেউ তার খোঁজ দিতে পারছে না-সেগুলো এখন কোলকাতার রাস্তায় চলাচল করছে। এমনকি, বাংলাদেশে ফেলে যাওয়া সাবেক পি আই এর আধাভাঙ্গা ক্ষুদ্র স্টল বিমানটি মেরামত করে ভারতে পাচার করা হয়েছে। বাংলাদেশের জাহাজ নিয়ে গেছে ভারত সরকার। বাংলাদেশের যানবাহন গেছে ভারতে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ নৌপথের বহু পল্টুন ও গাধাবোট বাংলাদেশের অস্ত্র বোঝাই করে ভারতে সেই যে পাচার হয়েছে আর ফিরে আসেনি।

মাড়ওয়ারীর মারপ্যাঁচে:

একটি প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, সিলেটের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ অভিযোগ উত্থাপন করেছেন যে ভারতীয় মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ীরা সুকৌশলে বাংলাদেশের কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আত্মসাত করছে। বিবরণে প্রকাশ, ব্রিটেন থেকে প্রতিমাসে হাজার হাজার বাঙ্গালী তাদের পরিবারের জন্যে

লক্ষ লক্ষ টাকা পাঠাচ্ছে। কিন্তু তা সরাসরি বাংলাদেশে না পৌঁছাতে বৈদেশিক মুদ্রার লাভটুকু আমাদের সরকার পাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক এক চক্র সৃষ্টি করে ভারতের মাড়ওয়ারীরাই তা ভোগ করছে।

হক কথার দুটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জের জান মোহাম্মদ এন্ড কোং, আবদুর রাজ্জাক আসাদগঞ্জের পাঞ্জাবী এন্ড কোং ও ইয়াসীন এসোসিয়েটেডের ন্যায় বহু অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের মালিকরা রাজনৈতিক দেবতাদের হাতে মোটা অঙ্কের টাকা গুজে দিয়ে ননকলাবোরেটর (দালাল নয়) সার্টিফিকেট যোগাড় করে সম্পত্তি, এমনকি দোকানপাটের পজিশন উচ্চমূল্যে বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ভারতে পাড়ি জমাচ্ছে; এক শ্রেণীর আওয়ামী টাউট এই আয়োজনে শরীক হয়ে দেশের সম্পদ পাচারের বিনিময়ে কিছু পয়সা কামাই করছে। তাছাড়া, সীমান্তবর্তী জেলার যেসব অসৎ ব্যবসায়ী চোরাচালানের জন্যে পশ্চিমবঙ্গে যাতায়াত করেন তাদেরকে বড় বাজারের মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা বিনামূল্যে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। মালপত্র বহনে এই মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী চক্র পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী আশুতোষ ঘোসের ট্রাক ব্যবহার করেন। ইতিপূর্বে চোরাচালানে নিয়োজিত এই ট্রাক বেনাপোল সীমান্তে আটক করা হয়।

হক কথার একজন পাঠকের প্রকাশিত চিঠি থেকে জানা যায়, মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে মাড়োয়ারী সম্প্রদায় অভাবগ্রস্ত মানুষের সোনাদানা ও জমিজমা বন্ধক নেয়। ঋণের চড়া সুদের দরুণ গ্রহীতারা কোনদিনই আর ঋণ মুক্ত হতে পারে না। মাড়োয়ারি ও তাদের দালালরা ধান, চাউল, কেরোসিন, তেল, সরিষা, কলা,কাসাপিতলের বাসন এবং আরও বহু ধরনের অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী প্রায় 'বাজার সুদ্ধ' কিনে ট্রাক ভর্তি করে হররোজ সীমান্তের ওপারে পাচার করছে। তিনি আরো দাবী করেন, আইয়ুবের আমলে চরসের চোরাকারবার ও দুর্নীতির অপরাধে এখানকার ঝাঝালো ধরনের এক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর পাট রফতানীর লাইসেন্স বাতিল হয়ে গিয়েছিল। এর পর তিনি কেবল তার ছোট প্রেস বেলিং- এর কলের জন্য সামান্য পরিমাণ পাট কিনতেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হবার সময় তার গুদামে যে পাট ছিল তা সকল অস্থাবর সম্পত্তির সাথে ট্রাকে তুলে তিনি ভারতে চলে যান। জয়পুরহাটের সকল বাসিন্দা তা দেখেছেন।

ব্যবসা-বানিজ্য:

ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আহমদ শাহ রেজা বলেন, যুদ্ধোত্তর প্রথম দিনটি থেকে ৫০ লাখ টন চাল, আড়াই হাজার কোটি টাকার অস্ত্র, ৩০ লাখ বেল পাট, দেড় লাখ বেল সূতা, ৫০ হাজার পাউন্ড রং, ১ কোটি ১২ লাখ বর্গফুট কাঠ, ১২ হাজার টন ইলিশসহ লক্ষ লক্ষ টাকার তাজা মাছ, প্রায় ৫০০টি যানবাহন প্রভৃতি চোরাপথে ভারতে পাচার হয়ে যাবার পর ভারত এবং বাংলাদেশের মাঝে এক বছর মেয়াদী একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তিটি বিশ্লেষণ করে এক বাক্যে বলা যেতে পারে যে, এটি অসম বাণিজ্য চুক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। এদেশে ভারতীয় মাড়োয়াড়ী পুঁজিপতিদের দালালরা সর্বদাই সজাগ তৎপর রয়েছে। তাই সাড়ে সাত কোটির চেয়েও অনেক বেশী পরিমাণ পাট চোরাপথে পাচার হয়ে যাবে। ফলে ভারত বিশ্বের একচেটিয়া এলাকায় অবাধ বাণিজ্যের সুবিধেটি পরোক্ষভাবে সীমান্ত উচ্ছেদেরই নামান্তর মাত্র। আর এর ফলে চোরাকারবারিরাই ব্যাপক সুবিধে পাবে।

সীমান্ত বাণিজ্য প্রসঙ্গে মোহাম্মদ আলাউদ্দিন নামক পাঠকের প্রকাশিত লেখা থেকে, অভিযোগ পাওয়া যায় যে, স্বাধীনতা লাভের ছয় মাস পরও সরকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পুরোপুরিভাবে সীমান্ত রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করেননি। উদাহরণস্বরপ সিলেট জেলার জৈন্তাপুর, কানাইঘাট ও জকিগঞ্জ উত্তর সীমান্তের কথা উল্লেখ করা যায়। অরক্ষিত সীমান্ত দিয়ে প্রত্যহ বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র পাচার হচ্ছে। সরকার আমাদের চাহিদা মেটানোর জন্য যে সমস্ত খাদ্যশস্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র ভারত ও অন্য দেশসমূহ

থেকে আমদানি করেন, তাও রাতের আঁধারে অথবা প্রকাশ্য দিবালোকে অবাধ-বাণিজ্যের নামে ভারতে চলে যায়।

তাছাড়া প্রকাশিত দুটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, ভারত থেকে আমদানী করা পচা তামাক বিভিন্ন ধরনের দূরারোগ্যের উৎস বলে জানা গেছে। ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি শহর থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে কালো বর্ণের এই অপরিশোধিত তামাক দিয়ে তৈরী সিগারেট পান করে বহু লোক বিষক্রিয়ায় ভুগছেন। বাংলাদেশে ভারতীয় সিগারেটের স্থায়ী বাজার প্রতিষ্ঠা করতে না পেরে ভারত ভিন্ন পন্থা গ্রহণ করে। ভারত জানতো বাংলাদেশের সিগারেটের মজুদ অচিরেই ফুরিয়ে যাবে। কিছুদিনের জন্য খুলনা, ফরিদপুর, কুমিল্লার পল্লী অঞ্চলকে বাজার হিসাবে বেছে নিয়ে ভারত সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে। এছাড়া জানা যায়, ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চলে বসে এখন ৬০/৬৫ টাকা (ভারতীয়) মণ দরে পাট কিনছে। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের এদেশীয় সেবকরা দেশের অভ্যন্তর ভাগ থেকে পাট কিনে সীমান্ত অঞ্চলে মাড়োয়ারীদের আড়তে পৌঁছে দিচ্ছে। বাংলাদেশ প্রতি বৎসর প্রায় ৩০০ কোটি টাকার পাট ও পাটজাত সামগ্রী বিদেশে পাঠাতো। এবার ১০০ কোটি টাকার বেশী পাট, পাটজাত সামগ্রী রপ্তানীর সুযোগ ঘটবে না- নতুন পাট থেকে।

ভারতীয় সৈন্য প্রসঙ্গে:

'রাজশাহীর গ্রামে ভারতীয় সৈন্য' এই শিরোনামে প্রকাশিত লেখা থেকে জানা যায়,এপ্রিলের প্রথম থেকেই বাংলাদেশ সরকার রাজশাহী জেলার অভ্যন্তরে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছেন; নকশাল ও দুষ্কৃতিকারী দমনের নামে পুলিশ ও বাংলাদেশ রাইফেলস বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছেন। গত মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে তাদের সাথে এসে যোগ দিয়েছে ভারতীয় সৈন্যদল। তাদের পরনে সামরিক পোষাক নেই। তবে তারাই অপারেশনে নেতৃত্ব দিচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে প্রকাশ সাহায্যকারী এই সৈন্যদের শারীরিক গড়ন অবাঙ্গালীসুলভ এবং তারা উর্দুতে (হিন্দী?) কথা বলে। তাদের যুগপৎ আক্রমণ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে আত্রাই, রাণীনগর, মন্দা, বাগমারা, মধুগুরনই, নবাবের তাম্বু, সামসপাড়া, বড় কালকাপুর প্রভৃতি এলাকায়। এসব জায়গার যুবক ছেলে বলতে কেউ বাড়ীতে থাকতে পারছে না। তাদের নকশাল বলে ধরে নেয়াহয়।

'পার্বত্য চট্টগ্রামে গণহত্যা চলছে' শিরোনামে প্রকাশিত খবরে অভিযোগ করা হয় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে ইতিমধ্যে ভারতীয় বিমানবাহিনী দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরীহ পাহাড়ী মানুষদের উপর নির্বিচারে বোমা বর্ষণ ও বিমান হামলা চালানো হয়েছে। অন্য একটি প্রতিবেদনে গত ৪ঠা মে রাত ৯ টায় বেনাপোলের সাদিপুর বর্ডারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ২৯৬৫৬৭৬ নং সেপাই গদাধর মণ্ডলকে বাংলাদেশ রাইফেল গ্রেফতার করার খবর উঠে আসে। প্রতিবেদনে বলা হয়, তার কাছে একটি বেআইনী চীনা রিভলভার ছিল। উপরন্তু বাংলাদেশে আসার তার সাথে কোন কাগজপত্র ছিল না।

'প্রেতাত্মা নয়, ভারতীয় সৈন্য সশরীরে রয়েছে' শিরোনামে প্রকাশিত খবরে দাবী করা হয়,বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ কম্যান্ড পয়েন্টই শুধু নয়, এমনকি সামরিক হেলিকপ্টার ও বিমানগুলোও ভারতীয় সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের গোলযোগ বলে কথিত দমন অভিযানকে কেন্দ্র করে এখনও চট্টগ্রামে, অনুরূপভাবে রাজশাহী সীমান্তে বাংলাদেশ ভূমিতে অসংখ্য ভারতীয় সৈন্য রয়ে গেছে। পাগড়ী-দাঁড়ি বিশিষ্ট শিখ সেনারা চট্টগ্রামে রেল, বাস, বিমানে আহলাদ ও আবদার খাটাতে যেয়ে নিজেরাই 'তোমহারি দোস্ত ফৌজ' বলে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে। এছাড়া দু'দেশের মৈত্রী সহযোগিতা চুক্তির ভিত্তিতে পরবর্তী সময় স্বাক্ষরিত প্রোটকল চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মূল কমান্ডের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে প্রকাশ্যেই ভারতীয় সামরিক উপদেষ্টারা রয়েছে।

অন্য একটি প্রতিবেদনে দাবী করা হয়, যশোর ক্যান্টনমেন্ট আবার ভরে গেছে ভারতীয় সৈন্যে। ময়মনসিংহ শহরে তাবুফেলে ভারতীয় সৈন্যরা অবস্থান করছে। চট্টগ্রামে আরও নতুন সৈন্য আমদানী করা হয়েছে। বিশেষ করে ঢাকায় বাংলাদেশবাহিনীর ভেক ধরে বহু ভারতীয় সৈন্য বিভিন্ন স্থানে আস্তানা করেছে।ধারণা করা হচ্ছে, যশোরে ২৫ হাজার, চট্টগ্রামে ১০ হাজার, ঢাকায় ৫ হাজার, ময়মনসিংহে ২ হাজার ভারতীয় সৈন্য এসে পড়েছে। অন্যান্য জেলার খবর এখনও পাওয়া যায়নি। তবে সিলেট ও কুমিল্লা সীমান্ত পথে ভারতীয় সামরিক যানবাহনের আনাগোনা বেশীমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়েছে।

ভারত সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ:

'আমি সেদিন ভারতে বন্দী' শিরোনামে একটি প্রতিবেদনে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভাসানীর এবং ভারতের অবদান সম্পর্কে ভাসানীর যে বয়ান পাওয়া যায়, সেটি হল মওলানা সাহেব বললেন, 'আমি বলি না, আমি এদেশের স্বাধীনতা এনেছি। আমি সেদিন ভারতে বন্দী। মুজিব সেদিন পিণ্ডিতে বন্দী। কিন্তু মোজাফফর, মণিসিং মুক্ত অবস্থায় ভারতে বিচরণ করে বেড়ালেও একদিনের জন্যেও মাতৃভূমিতে আসে নাই। আমি কেন আসতে পারলাম না আমার চেয়ে ইন্দিরা সরকারই ভাল জানেন। তাই সবাইকে সবুর করতে বলি- সময় আসলে ভাসানীর দরকার হবে না। এদেশের মানুষ রায় দেবে স্বাধীনতা সংগ্রামে কার দান কত। জনৈক সাংবাদিক মওলানাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এতদিন বলেন নি কেন ভারতে বন্দী ছিলেন?।' জবাবে মওলানা বললেন 'আমি জানি একটি বৃহৎ জনতা এতে ক্ষুব্ধ হবে এবং বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রীতে গোড়াতেই ফাটল ধরে যাবে। তা ঠেকাতেই চুপ ছিলাম। বুঝি না, কেন মস্কোওয়ালারা কেঁচো খুড়তে সাপ বের করছে।'

"কেন ভারত সরকার আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী এগিয়ে এলেন?" এই শিরোনামে লেখা হয়,শুধু ভারতের নয় সারা বিশ্বের নির্যাতিত জনগণ আমাদের বন্ধু। বিশেষ করে রক্তাক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের বিগত নয় মাসে ভারতের জনগণ আমাদের প্রতি তাদের বন্ধুত্বের আকৃত্রিতা প্রদর্শন করতে পেরেছেন। চরম বিপদের দিনে তারা আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, খাবার দিয়েছেন, দিয়েছেন যুদ্ধের প্রেরণা এবং ভবিষ্যতের অনাবিল ভক্তসা। তাদের সাহায্যে কোন দুরভিসন্ধি ছিল না, উদ্দেশ্যের পেছনেও ছিল না কোন স্বাধন্ধতা। কিন্তু ভারত সরকার জনগণ নয়। তবু সরকার আমাদের সাহায্য করেছেন-এক কোটি শরণার্থী এবং পলাতক সরকারকে আশ্রয় দিয়েছেন, মুজিবনগর এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়েছেন, অস্ত্রের সাহায্য করেছেন এবং সর্বশেষে সারা বিশ্বকে হতচকিতে করে দিয়ে নিজের সেনাবাহিনীকে তৈরী যুদ্ধ ক্ষেত্রে নামিয়ে হানাদার পাকবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করানোর মধ্য দিয়ে এনে দিয়েছেন আমাদের স্বাধীনতা। আজ তাই আমরা 'স্বাধীন'।

কিন্তু ভারত সরকারের সাহায্যে পরিচালিত এই যুদ্ধে বামপন্থীদেরকে সুকৌশলে কোণঠাসা করা হয়েছে। স্বাধীনতার প্রথম প্রবক্তা মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীকে বন্দী করে রাখা হয়েছে, মুক্তিবাহিনীতে এমন কাউকেই নিতে দেয়া হয়নি যারা পরবর্তীকালে ভারতসরকারের যাচ্ছেতাই কার্যকলাপের বিরোধিতা করবেন। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার মধ্য দিয়ে ভারত সরকার তার খাদ্য সংকট থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন, প্রতি বছরের অসংখ্য উদ্বাস্তু সমস্যারও সমাধান করতে চেয়েছিলেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বামপন্থীদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং বিদ্রোহী পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ী থেকে শুরু হয়ে যে কৃষিবিপ্লব পরবর্তীকালে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল তার হাত থেকেও মুক্তির প্রয়োজন ছিল।

'কার স্বার্থে ভারত এসেছে?' প্রতিবেদনে প্রশ্ন তোলা হয়, কিন্তু ভারত যা করেছে তাকি বাঙালীদের, নাকি নিজের স্বার্থের গরজে? সত্য কথা বলতে গেলে, ভারত বাংলাদেশ আন্দোলনে অদ্যাবধি যে পরিমাণ লাভবান হয়েছে তাতে ভারতের উচিত বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। কারণ, যথা- (১) ভারতেআশ্রয়প্রাপ্ত বাংলাদেশের

শরণার্থীদের সাহায্য সামগ্রী আত্মসাৎ করে ভারত পশ্চিমবাংলার দীর্ঘ দিনের খাদ্য ঘাটতি পূরণ করেছে এবং তার আর্থিক অচলাবস্থার মোকাবেলা করেছে। শরণার্থীদের দোহাই দিয়ে সে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা লুটছে। যে কোন সচেতন শরণার্থীই এর সত্যতা সমর্থন করেন। (২) স্বাধীন বাংলার জন্ম মাধ্যমে ভারত তার জন্য শত্রু পাকিস্তানকে পঙ্গু করতে সমর্থ হয়েছে। (৩) ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রের অত্যাচারের স্টিমরোলারে নিষ্পেষিত পশ্চিম বাংলায় রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। গত২৫ বছরে নয়াদিল্লীর শাসকচক্র পশ্চিম বাংলায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে পারে নাই। এমতাবস্থা চলতে থাকলে, অচিরেই পশ্চিমবাংলা স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করত। কিন্তু ভারত, বাংলাদেশ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়ায় সে সম্ভাবনা সাময়িকভাবে হলেও দূর হয়েছে এবং গত নির্বাচনে 'গণতন্ত্রী' (?) কংগ্রেস পশ্চিমবাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেখানে আরও কিছুদিন দমননীতি অব্যাহত রাখার সনদ লাভ করেছে। (৪) পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করার পর ভারত, বাংলাদেশের মানুষের অর্থ খরিদ করা, কয়েক হাজার কোটি টাকার অত্যাধুনিক পাকিস্তানী সমর অস্ত্র ও প্রায় ৪০ হাজার সামরিক গাড়ী বাংলাদেশ থেকে ভারতে নিয়ে গেছে। ভারতীয় সৈনারা এ দেশের অনেক মিল-কারখানার মূল্যবান যন্ত্রপাতি লুট করেছে। (৫) শিল্পে অনুন্নত ও কাঁচা মালে সমৃদ্ধ বাংলাদেশে ভারত অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ লাভ করছে। অতএব দেখা যাচ্ছে, ভারত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে লাভবান হয়েছে অনেক বেশী পরিমাণ। এর পরও যদি কেউ বলে, "ভারতের নিকট বাংলাদেশকে কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত" তবে

একটি প্রতিবেদনে আরো বলা হয় যে, ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এর সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করে চলছে, তাতে আজ আর কোন সন্দেহ নেই।মুজিব সরকারের প্রতি ইন্দিরা-চক্রের নির্দেশ বলবৎ হয়েছে, বাংলাদেশের জন্যে পৃথক কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রাখা যাবে না। পদাতিক বাহিনীতে আর একজনকেও যদি রিক্রুট করতে হয় তবে আর কারো না হউক ভারত চায় না বাংলাদেশ বেঙ্গল রেজিমেন্ট ফিরে আসুক -গত মাসে বিমানবাহিনী বিদ্রোহ করেছিল- বন্দর পরিষ্কারের নামে বঙ্গোপসাগরে রুশ নৌ তদারকি চেপে বসেছে।

বাংলাদেশের বিমানবাহিনী শূন্যতা থেকে কয়েক মাসে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। মুজিব সরকারের কোথাও সম্মতিতে কোথাও অসম্মতিতে ভারতীয় গোয়েন্দাচক্র সকল গতি ও প্রগতিকে নস্যাৎ করতে উঠেপড়ে লেগে আছে। আমাদের বিমানবাহিনীটিকে অঙ্কুরেই তারা পঙ্গু করে দিতে সমর্থ হয়েছে। তৎসঙ্গে আবার ভারতীয় গোয়েন্দারই উস্কানীতে সাড়ে তিনশতেরও বেশী এয়ারম্যান গত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পদাতিক বাহিনী দিয়ে তৎক্ষণাৎ বিমান দফতর এলাকাটিকে ঘেরাও করে ফেলা হয়। ৪৮ ঘন্টা এই অবরোধ চলার পর ৩০ জনকে গ্রেফতার ও ৫ জনকে কোর্ট মার্শালে বিচার করা হয়। এই ঘটনাটি বাংলাদেশে পদাতিক ও বিমানবাহিনীর মধ্যে দারুণ তিক্ততার সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের তাই কাম্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বাংলাদেশের যে কয়টি জাহাজ ছিল তাও ভারত নিজের দখলে নিয়ে গেছে। প্রথমে তারা এগুলো কিছুদিনের জন্যে ব্যবহার করতে অনুমতি প্রার্থনা করে। হাতে পাবার পর তারা আর ফেরত দিচ্ছে না। এগুলোর একটির নাম ছিল বাকের। ভারত এই জাহাজটির রং পাল্টিয়ে নাম রেখেছে হুগলি। হুগলিতে করেই তারা সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার পাক অস্ত্র বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যায়।

আরো দুটি প্রতিবেদনে অভিযোগ আনা হয় যে, আজ বাংলাদেশ এমনিতেই তিনটি জাহাজের মালিক থাকার কথা। কিন্তু ভারত চক্রান্ত করে তা থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছে। স্বাধীনতার পর চট্টগ্রাম থেকে তারা তিনটি জাহাজ নিয়ে গেছে। 'বাকের'-এর নামক জাহাজটি দিয়ে দখল করা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাবার নাম করে শ্রেফ জাহাজই দখল করে বসেছে। বাকেরের রং পাল্টিয়ে ভারত এর নাম রেখেছে 'হুগলি'। তাছাড়া আমাদের

'মধুমতি' ও 'পাসনী' ভারত নিয়ে গেছে। নিজ দেশে পরবাসী হবার মতই আমরা জাহাজের মালিক হয়েও উচ্চ মূল্যে পুরনো একটি কিনেছি।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ভারতীয় শিপিং সংস্থার অভিভাবকত্বে যুক্তরাজ্য-ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ কনফারেন্স লাইনের সদস্যপদ পেয়েছে। এতে সুযোগের চাইতে দুঃখ কুটেছে ঢের বেশী। কনফারেন্স লাইনের সদস্য হলে সুবিধা হলো, বাংলাদেশের জাহাজ যেমন পাট নিয়ে কুয়ালালামপুর গেল, সেখান থেকে ফিরবার সময় জাহাজটিকে ভাড়াটের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না, এবং কনফারেন্স লাইনের যোগাড় করা জাহাজী মাল তুলে এদিকে চলে আসতে পারবে। ফলে জাহাজ চালনার খরচ উঠে গিয়ে বৈদেশিক মুদ্রায় লাভ থাকে প্রচুর। ভারত গত কয়েকমাসে বাংলাদেশের জাহাজী মালের কোটা বহন করার জন্য বিদেশী বন্দরে গিয়ে নিজেদের জাহাজে বাংলাদেশের পতাকা সেঁটেছে। এ পথে বাড়তি লক্ষ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ভারত ট্যাকে গুজেছে।

'ডিপি ধর আউট: এবার হাকসার' শিরোনামে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, বাংলাদেশ এখন ইন্দিরার মঞ্চ ইন্দিরা গান্ধীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী পি এন হাকসার 'অসুস্থ' ডি পি ধরের দায়িত্ব নিয়ে ১৬ই জুলাই বাংলাদেশে তশরীফ এনেছেন। সিমলা চুক্তির ব্রিফ নিয়ে হাকসারের বাংলাদেশে আগমনের ফলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, দিল্লী-মস্কো আঁতাতের একনিষ্ঠ সেবক ডি পি ধর আর ইন্দিরা গান্ধীর আস্থাভাজন নয়। মস্কোর চয়েসের লোক ডি পি ধর রাশিয়ার কিঞ্চিৎ স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা সব সময় করতেন ভারতের ষোলআনা স্বার্থ উদ্ধারের পরেও। ডিপি ধর সীন থেকে আউট হয়ে যাওয়ায় ভারতের মস্কোপন্থীরা প্রমাদ গুণছে। তারা স্পষ্ট বুঝতে পারছে, অনেক আশা নিয়ে রচিত তাদের সুখের ঘর 'সকলি গরল ভেলের' মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের মস্কোওয়ালারা অবশ্য একটু ভিন্ন গোছের।মস্কোর চাইতে তারা বেশী করে ভারতের আজ্ঞাবহ এবং অনিবার্যভাবে ভারতমুখী নেতৃবৃন্দের 'বিশ্বাসগুণের' ফলশ্রুতি। তবু পি এন হাকসারের বাংলাদেশ সফরের পরপরই এখানকার মস্কোওয়ালাদের উপর 'জবর কষণ' শুরু হয়ে যাবে, ভারতেরও হবে ঠিক তাই।

একটি প্রতিবেদনে হক কথা ভারত বাংলাদেশের মধ্যে ৭ টি গোপন চুক্তির কথা উল্লেখ করা হয় এবং সেগুলির বর্ণনা দেওয়া হয়। প্রতিবেদনে বলা হয় সরকারের অভ্যন্তরে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গুতোগুতি শুরু হওয়ায় গোপন চুক্তির কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যতদূর জানা গেছে- এসব চুক্তিতে ভারত কতকগুলি ব্যাপারে - বাংলাদেশকে নিজের ইচ্ছামত পরিচালনার কর্তৃত্ব লিখিয়ে নিয়েছে।

(১) বাংলাদেশে ভারত তার ইচ্ছামত, তারপছন্দসই লোক দিয়ে, পছন্দসই নেতৃত্ব পাঠিয়ে একটি সামরিক বাহিনী গঠন করবে, যারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আধা-সামরিক বলে পরিচিত হবে, কিন্তু এদেরকে গুরত্বের দিক থেকে ও সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের মূল সামরিক বাহিনী থেকে বড় ও তাৎপর্যপূর্ণ রাখা হবে। ধারণা করা হচ্ছে, এই বাহিনীটি হচ্ছে রক্ষীবাহিনী। ভারতীয় সৈন্যের পোষাক, ভারতীয় সেনামণ্ডলীর নেতৃত্ব ও ভারতের অভিরুচি অনুযায়ী বিশেষ শ্রেণীর লোককে শতকরা ৮০ জন এবং 'বিশেষ বাদ'এর সমর্থক ২০ জন করে নিয়ে এই বাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে। অস্ত্র, গাড়ী, পোষাক, সুযোগ-সুবিধার দিক দিয়ে এই বাহিনীটি মূল বাহিনীকে ছাড়িয়ে গেছে। এ বাহিনীটি ব্যবহার করা হবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। ভারত বিরোধী কোন সরকার ঢাকায় ক্ষমতায় বসলেও এ বাহিনী দিয়ে তাকে উৎখাত করা হবে।

(২) বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে যে সামরিক সাহায্য নিয়েছে তা পরিশোধ করতে হবে বিভিন্ন ভাবে: (ক) ভারত ছাড়া অন্য কোন দেশের কাছ থেকে বাংলাদেশ অস্ত্র কিনতে পারবেনা। মাঝে মাঝে ঘোষণা করা হবে ভারত থেকে এত কোটি টাকার অস্ত্র কেনা হলো। এর দাম ভারতই ঠিক করে দেবে। সরবরাহ দেওয়া হবে

অর্ধেক অস্ত্র। সরবরাহকৃত অস্ত্রও ভারত ইচ্ছামত নিজ দেশেনিয়ে যেতে পারবে। অর্থাৎ একই অস্ত্র বারবার দেখিয়ে ১৯৭১-এর পাওনা এবং ভারতের সম্পূর্ণ যুদ্ধ খরচ আদায় করা হবে। অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমনের অস্ত্র ছাড়া কোন ভারী অস্ত্র, সাজোয়া গাড়ী বা ট্যাঙ্ক বাংলাদেশকে দেয়া হবে না।

(৩) বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্য ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ভারতের অনুমতি ছাড়া কোন পণ্য বিদেশে রপ্তানী করা যাবে না। কোন পণ্য কত দরে বাইরে রপ্তানী করতে হবে ভারত সেই দর বেধে দেবে। এসব পণ্য ভারত নিজে কিনতে চাইলে বাংলাদেশ আর কারো সাথে সে পণ্য বিক্রির কথা আলোচনা করতে পারবে না। বাংলাদেশের আমদানী তালিকা ভারতের কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

(৪) বাংলাদেশের বাৎসরিক ও পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি ভারতকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

(৫) বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অন্তবর্তী রাখতে হবে। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতির ক্ষেত্রে ভারতের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

(৬) বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার চুক্তিগুলি বাংলাদেশ একতরফাভাবে অস্বীকার করতে পারবে না। তবে ভারত এ চুক্তিগুলির কার্যকারিতা অস্বীকার না করলে বৎসর-বৎসরান্তে এ চুক্তিমালা বলবৎ থাকবে।

(৭) ডিসেম্বর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তিটিতে বলা হয়েছিল যে, ভারতীয় সৈন্যরা যে কোন সংখ্যায়, যে কোন সময় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে এবং বাধাদানকারী যে কোন মহলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবে। ভারতীয় বাহিনীর এ ধরনের অভিযানের প্রতি বাংলাদেশ সরকার স্বীকৃতি দিচ্ছে। ভারত চুক্তিটি নাকচ না করলে বৎসরান্তে এ চুক্তি কার্যকরী থাকবে।মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে ভারত মোটামুটি এ ধরণের চুক্তিগুলি সম্পাদন করে নিয়েছিল।

'মুদ্রা কারবার' নামক একটি প্রতিবেদনে এক অংশে বলা হয়, "ভারতীয় সরকারী ব্যবসায়ী চক্রটিকে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে ভারত সুকৌশলে বাংলাদেশের মুদ্রাকে অর্ধেকেরও কম দামে নামিয়ে দিয়েছে। মুদ্রামানের এই হ্রাসের দরুণ ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ থেকে যা-ই নিচ্ছে তাতেই লাভ হচ্ছে প্রচুর। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের হাত পড়েনি এমন একটি গ্রামও নেই বাংলাদেশে। আর যেখানেই তারা হাত দিয়েছে সেখানেই মোটা গাছটি থেকে শুরু করে, তাঁতীদের তৈরী কাপড়, চাষীর পাট, জমির ধান, মওসুমি ফল,বিলের মাছ সবকিছু এক নাগাড়ে কিনে ফেলেছে। তারপর ধীরে ধীরে পাচার করেছে ভারতে।"

আমরা সকলেই জানি ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অন্যতম বিষয় ছিল, ফারাক্কা বাঁধ। এই বিষয়ে বাংলাদেশে সবথেকে যিনি সবর থেকেছেন তিনি হলেন মওলানা ভাসানী। হক কথার এক প্রতিবেদনে লেখা হয়, ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশে বেশ কথিত একটি বিষয়। কিন্তু ইহার হের-ফের সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মহল অবহিত থাকিলেও জনগণ কোন প্রকার সুস্পষ্ট ধারণা রাখে না। কারণ, এই বাঁধটি সম্পর্কে এতদিন ভারতীয় সরকার যাহা বলিয়া আসিয়াছেন, কেহ বিশ্বাস করে নাই। আবার পাকিস্তান আমলে ওয়াপদার বরাত দিয়া বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় যাহা প্রচার হইয়াছে তাহাতেও নিরঙ্কুশ কোন জনমত গড়িয়া উঠে নাই। ফারাক্কা বাঁধ সম্পর্কে কত বৈঠক হইয়াছে কত ফিচার রচিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। রাজনৈতিক বিরোধের মধ্যে পাকিস্তানী আমলে বাঙ্গালী বিশেষজ্ঞ মহলের বক্তব্যকেও অনেকে বানোয়াট মনে করিয়াছেন। তখন তাহারা পরিসংখ্যান, ভৌগোলিক অবস্থান, নদী-নালার অবস্থা ইত্যাদির সাহায্যে একটি সত্যই প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন-ফারাক্কা। বাংলাদেশবাসীর জন্য মরণ বাঁধ বৈ কিছু নয়। ইহার দরুণ লক্ষ লক্ষ একর জমি আবাদের অযোগ্য হইয়া পড়িবে। আবার বর্ষাকালে হাজার হাজার গ্রাম প্লাবিত হইয়া যাইবে। বিশেষ করিয়া রাজশাহী ও কুষ্টিয়া জেলার জন্য ফারাক্কা বাঁধ ভয়াবহ হুমকি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভালভাবে পড়াশুনা করিয়া এমন কি সরেজমিনে তদন্ত

করিয়াও ওয়াপদার প্রচারণাকে মোটেই সন্দেহ নাই। বরং পাঠক-লেখক মহল বিশেষজ্ঞদের সহিত একমত হইয়াছেন যে, ফারাক্কা বাংলাদেশের সুখ-সমৃদ্ধির প্রশ্নে একটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জ।

এছাড়া একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, খোদ ভারতীয় সরকারী মহল বাংলাদেশকে শোষণের আরেকটি উর্বর ক্ষেত্র হিসাবে বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্প ও পাঠ্যপুস্তকের বাজার দখলের জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। অন্য একটি প্রতিবেদনে বিরোধিতা করে লেখা হয়, যে দেশ ধর্ম নিরপেক্ষতা আর গণতন্ত্রের সোচ্চার দাবীদার, যে মহল উদারতা ও প্রগতিশীল সংস্কৃতির 'আগুয়ান', 'সমঝদার'-সেই দেশ ভারতে সেই মহল কংগ্রেস 'রবীন্দ্র সদন কমিটির' বদৌলতে বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্মোৎসব সরকারীভাবে পালিত হবার পথ রুদ্ধ করেছেন।

শেষ কথা:

লেখার শুরুতেই বলে দেওয়া হয়েছিল যে, হক কথায় প্রকাশিত খবর গুলির সত্য মিথ্যা যাচাই করা এই লেখার উদ্দ্যেশ্য নয়। এই লেখার মধ্যে দিয়ে শুধু মাত্র হক কথার অভিযোগ কিংবা বিষয় বস্তুগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা সকলেই জানি ভাসানীর মত রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন কিছু অভিযোগ করছে বা প্রকাশ করছে , স্বাভাবিক ভাবেই সেটি জনমানসে একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে যারা ভাবিত, তাদের এই বিষয় গুলি সম্পর্কে অবগত থাকার প্রয়োজন আছে বলে এই পত্র মনে করে। তাছাড়া, মওলানা ভাসানী যেহেতু চীন পন্থী বাম রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন সেক্ষেত্রে একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়গুলি বিচার করতে সুবিধে হয়। শুধু তাই নয়, অতীতের বিরোধগুলির সম্পর্কে অবগত হলে বর্তমানের সঙ্গে তার পরিবর্তন এবং মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব ।

তথ্যসূত্র:

১. শীতলক্ষ্যা তীরের ঢাকাই জামদানি যখন যমুনার কূলে দিল্লি মাতিয়ে তুলেছে. (2025, September 21). *BBC*. https://www.bbc.com/bengali/articles/c8rvv55el34o
২. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, আগস্ট ১৮). In *পচা তামাকের সিগারেট মানুষ অসুখে পড়েছে* (Vol. ২৫ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).
৩. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, আগস্ট ১৮). In *কলকাতা মিশন এখন ঠুটো জগন্নাথ আশ্রম* (Vol. ২৫ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).
৪. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, আগস্ট ১৮). In *কার স্বার্থে ভারত এসেছে ?* (Vol. ২৫ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).
৫. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, আগস্ট ২০). In *জাল নোট* (Vol. ২৬ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).
৬. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, আগস্ট ২০). In *প্রেতাত্মা নয়, ভারতীয় সৈন্য সশরীরে রয়েছে* (Vol. ২৬ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).
৭. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, আগস্ট ৪). In *ব্যবসায়ী পাচারে নয়া ব্যবসা* (Vol. ২৩ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).
৮. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, এপ্রিল ২). In *রিলিফের নামে চোরা চালান* (Vol. প্রথম বর্ষ, Issue ষষ্ঠ সংখ্যা).
৯. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, এপ্রিল ২). In *মাছের চোরা চালান* (Vol. প্রথম বর্ষ, Issue ষষ্ঠ সংখ্যা).

১০. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, এপ্রিল ২). In *১২০ কোটি টাকার কাঁচামাল উধাও* (ষষ্ঠ সংখ্যা ed., Vol. প্রথম বর্ষ).

১১. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, এপ্রিল ২). In *চোরাই সিনেমা* (Vol. প্রথম বর্ষ, Issue ষষ্ঠ সংখ্যা).

১২. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, এপ্রিল ২৩). In *ডব্লিউ জিটি ১০৫৭* (Vol. প্রথম বর্ষ, Issue নবম সংখ্যা).

১৩. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, এপ্রিল ২৩). In *মাড়োয়ারী মারপ্যাঁচ* (Vol. প্রথম বর্ষ, Issue নবম সংখ্যা).

১৪. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, এপ্রিল ৩০). In *ফারাক্কা বাঁধের হেরফের* (Vol. প্রথম বর্ষ, Issue দশম সংখ্যা).

১৫. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, জুন ১১). In *মাড়োয়াড়িদের বাড়াবাড়ি চরমে উঠেছে* (Vol. সপ্তদশ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

১৬. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, জুন ১১). In *বাংলাদেশে শিপিং গড়ে ওঠার বিরুদ্ধে ভারতীয় চক্রান্ত* (Vol. সপ্তদশ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

১৭. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, জুলাই ১৪). In *ভারতীয় সেনা সরকারই দায়ী* (Vol. ২০ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

১৮. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, জুলাই ১৪). In *বুলেট এসে গেছে* (Vol. ২০ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

১৯. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, জুন ২). In *বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা পঙ্গু রাখতে রুশ ভারতীয় চক্রান্ত* (Vol. চতুর্দশ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

২০. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, জুলাই ২১). In *বাংলাদেশ এখন ইন্দিরার মঞ্চ* (Vol. ২১ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

২১. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, জুলাই ২৮). In *কলকাতা থেকে সব করে দেওয়া যাবে* (Vol. ২২ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

২২. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, জুন ৩০). In *বিডিআর ও রক্ষীবাহিনীর সাথে ভারতীয় সেনারাও মিলেছে* (Vol. অষ্টাদশ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

২৩. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, জুন ৩০). In *সীমান্ত বাণিজ্য সম্পর্কে* (Vol. অষ্টাদশ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

২৪. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, জুলাই ৭). In *সবই তেলেসমাতি* (Vol. উনিশ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

২৫. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, জুন ৯). In *চীনা সহ ভারতীয় সৈন্য গ্রেপ্তার* (Vol. পঞ্চদশ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

২৬. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, মার্চ ২৪). In *সরকারী ভাবে ভারতে আর নজরুল জন্মোৎসব হবে না* (Vol. প্রথম বর্ষ, Issue পঞ্চম সংখ্যা).

২৭. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, মার্চ ২৪). In *কৃত্রিম সুতা সংকট এবং ভারতে রং পাচার* (Vol. প্রথম বর্ষ, Issue পঞ্চম সংখ্যা).

২৮. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, মে ১২). In *ফারাক্কা বাঁধের হেরফের* (Vol. প্রথম বর্ষ, Issue একাদশ সংখ্যা).
২৯. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, মে ১২). In *ভারত বাংলাদেশের বাণিজ্য চুক্তি* (Vol. প্রথম বর্ষ, Issue একাদশ সংখ্যা).
৩০. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, মে ১৯). In *রাজশাহী গ্রামে ভারতীয় সৈন্য* (Vol. প্রথম বর্ষ, Issue দ্বাদশ সংখ্যা).
৩১. *সাপ্তাহিক হক কথা* (Vol. প্রথম বর্ষ, Issue দ্বাদশ সংখ্যা) [পত্রিকা]. (১৯৭২, মে ১৯). রাজশাহী গ্রামে ভারতীয় সৈন্য.
৩২. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, মে ১৯). In *ইহা কি সত্য ?* (Vol. প্রথম বর্ষ, Issue দ্বাদশ সংখ্যা).
৩৩. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, মে ১৯). In *ইহা কি সত্য ?* (Vol. দ্বাদশ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).
৩৪. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, সেপ্টেম্বর ১). In *ভারতীয় সৈন্য ছেয়ে যাচ্ছে* (Vol. ২৭ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).
৩৫. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, সেপ্টেম্বর ১৫). In *ভারতীয় বিমান থলের বিড়াল* (Vol. ২৯ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).
৩৬. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, সেপ্টেম্বর ২২). In *সেই গোপন ৭ চুক্তি* (Vol. ৩০ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).
৩৭. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, সেপ্টেম্বর ২২). In *ভারত রাশিয়ার কবর রচনা করো* (Vol. ৩০ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).
৩৮. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, সেপ্টেম্বর ২২). In *ধান -চাউল* (Vol. ৩০ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).
৩৯. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, সেপ্টেম্বর ২২). In *পাট* (Vol. ৩০ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).
৪০. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, সেপ্টেম্বর ২২). In *যানবাহন* (Vol. ৩০ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).
৪১. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, সেপ্টেম্বর ২২). In *চামড়া* (Vol. ৩০ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).
৪২. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, সেপ্টেম্বর ২২). In *মুদ্রা কারবার* (Vol. ৩০ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).
৪৩. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, সেপ্টেম্বর ২২). In *ভারতীয়রা ১০০ টাকা দরে পাট কিনে নিয়ে যাচ্ছে* (Vol. ৩০ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).
৪৪. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, সেপ্টেম্বর ৮). In *ভারতের প্রভুত্বের পদাঘাত* (Vol. ২৮ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).
৪৫. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, সেপ্টেম্বর ৮). In *ভারতের প্রভুত্বের পদাঘাত* (Vol. ২৮ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).
৪৬. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, সেপ্টেম্বর ৮). In *ওপার বাংলা দিল্লি ছাড়ো: এপারের বাঙালি* (Vol. ২৮ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

৪৭. মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর কিছু কথা অথবা জীবনি. (২০২৪, নভেম্বর ১৭). *দৈনিক হক কথা.* https://dailyhaquekotha.com/2024/11/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A6-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8/

৪৮. সালেক, আ. (Ed.). (২০০৬). *মওলানা ভাসানীর সাপ্তাহিক হক কথা সমগ্র* (তৃতীয় প্রকাশ ed.). ঘাস ফুল নদী.